মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনা। স্বামী স্ত্রী বাঁচলেও মারা গেলো কুকুরটি

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের মদনাডাঙ্গা গ্রামে দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের সাথে ধাক্কায় কুকুরের সংঘর্ষে রনি হোসেন ও মূর্শেদা খাতুন নামের স্বামী স্ত্রী মারাত্বক আহত হয়েছেন। রনি হোসেনের বাড়ি গাংনী পৌরসভার শিশিরপাড়া এলাকায়।

বুধবার (৩ আগষ্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে সড়ক দূর্ঘটনার এ ঘটনাটি ঘটে।

আহত রনি ও তার স্ত্রী মূর্শেদা খাতুনকে আহতাবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। তবে দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর জীবন বাঁচলেও ঘটনাস্থলেই মারা যায় কুকুরটি।

আহত রনি জানান, মেহেরপুর থেকে গাংনীর দিকে যাওয়ার সময় মদনাডাঙ্গা নামক স্থানে একটি কুকুর দৌড়ে এসে মোটরসাইকেলের চাকার নিচে পড়ে। এতে আমরা দুজনেই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে মারাত্বক আহত হই।

ভোলায় ছাত্রদল সভাপতি নিহতের প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ

ভোলা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নূরে আলম নিহত হওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) ছাত্রদল। পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ায় এ প্রতিবাদ বলে দাবি তোলে তারা।

বৃহস্পতিবার (৪ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের উদ্যোগে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে এ বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে শুরু করে চত্ত্বর ঘুরে বিশ্ববিদ্যালয় থানার সামনে দিয়ে পার্শ্ববর্তী শেখপাড়া বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

এসময় আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ ও সদস্য সচিব মাসুদ রুমী মিথুনের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম-আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ, আবু দাউদ,ওমর শরীফ, রোকনউদ্দীন,সোলায়মান চৌধুরী, সালাউদ্দিন রানা, উল্লাস মাহমুদ, সদস্য রাফিজ আহমেদ, নুরুউদ্দীন, সৌরভ,রনি, সাক্ষর, মামুন,ফখরুল,তৌহিদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, ভোলায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ জেলা ছাত্রদল সভাপতি নুরে আলম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বুধবার বেলা ৩টা ১০ মিনিটে রাজধানীর গ্রিন রোডের কমফোর্ট হাসপাতালে মারা যান তিনি।

গাংনীতে প্রবাস ফেরতের বাড়ির সামনে থেকে দুটি হাতবোমা ও চিরকুট উদ্ধার

গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের প্রবাস ফেরৎ আনিছুরের বাড়ি সংলগ্ন দোকানের সামনে থেকে দুটি হাতবোমা উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্ট) সকাল সাড়ে ৮ টার সময় হাতবোমা দুটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে করে নিয়ে যান পুলিশ। এসময় হাতবোমার নিচ থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার হয়েছে।

চিরকুটে লেখা আছে, ‘এই শোন আনেচ তুই না জেনি, না বুইঝি আমাদের নাম দিচ্ছিস, তোর বংশো নিরবংশো করি দিবো। যদি আমাদের কোনো হ্মতি হয়।পারলে তুই ঠেকিয়ে নিস। আর যদি বাচতে চাষ তাহলে ভালো হয়ে যাহ’ এভাবেই চিরকুট ও লাল কচটেপ মোড়ানো দুটি হাতবোম প্রবাস ফেরৎ আনিছুরের বাড়ির সামনে রেখে গেছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনীতে প্রবাস ফেরতের বাড়ির সামনে
থেকে উদ্ধার হওয়া চিরকুট

গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল জলিল হাতবোমা দুটি উদ্ধার করেন।

প্রবাস ফেরৎ আনিছুর জানান, সম্প্রতি আমার ভাই তখলেছুরের তিনটি গরু গোয়াল ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। গরু তিনটি নিয়ে যাওয়ার সময় দুটি গরু পালিয়ে আসে। এর মধ্যে একটি বড় গাভি নিয়ে যায় চোরের দল। এঘটনায় আনিছুর ও তখলেছুর পুলিশকে জানানোর পাশাপাশি বিভিন্নভাবে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। আর এতেই হ্মিপ্ত হয়ে বোম ও চিরকুট রেখেছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনী পৌরসভার স্থানীয় কাউন্সিলর সামিউল ইসলাম বলেন, একটি বড় বোসের সাথে ছোট আরেকটি বোম লাল কসটেপ মোড়ানো রয়েছে। ভয়ভীতি দেখানোর জন্যই হয়তো এটি করেছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল জলিল জানান, বাড়ির মালিকের দেয়া সংবাদের ভিত্তিতে লাল কসটেপ মোড়ানো দুটি বোমা প্রবাস ফেরৎ আনিছুরের বাড়ি সংলগ্ন দোকানের দরজার সামনে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য বোমা উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে ভরে থানায় নেয়া হয়েছে। এখন এঘটনায় জড়িতদের সনাক্তকরণ করতে পুলিশ কাজ করবে।

মুজিবনগরে মোটরসাইকেল চুরির সময় চোর আটক

মুজিবনগরের মোনাখালি গ্রামের মনিরুল ইসলামের এপাচি আরটিআর মোটরসাইকেল চুরি করার সময় হাতেনাতে সাগর আহমেদ মিলু (২৮) নামের এক চোরকে আটক করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মোনাখালী ইউনিয়নের মোনাখালী গ্রামের চারা তলার

মাঠ থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত চোর সাগর আহমেদ (মিলু) চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়াহুদা থানার ইব্রাহিমপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে। বর্তমানে মিলু দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার ভূমিহীন পাড়ায় বসবাস করে।

মটরসাইকেল মালিক মোনাখালি গ্রামের খেদের আলির ছেলে মনিরুল ইসলাম জনান, তিনি বুধবার বিকেলে গ্রামের চারা তলার মাঠে নিজের লিচু বাগানে মোটরসাইকেল রেখে পাশের জমিতে কাজ করছিলেন। কাজ শেষে এসে দেখেন মোটরসাইকেল নেই তিনি মটরসাইকেল টি খুজতে খুজতে রাস্তায় উঠে দেখতে পান একটি লোক তার গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে আশরাফপুরের দিকে যাচ্ছে। এ সময় তিনি দৌড়ে তাকে থামতে বলে।

এ সময় গাড়ি চোর গাড়ি ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন তাকে ধরে ফেলে। পরে মুজিবনগর থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তাকে আটক করে মুজিবনগর থানায় নিয়ে যায়।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি)মেহেদী রাসেল বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মোটরসাইকেল চুরির সময় আটককৃত চোর কে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে চুরির মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুর বৃক্ষ মেলার মেয়াদ আরো ৭ দিন বৃদ্ধি

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বৃক্ষ মেলার মেয়াদ আরো ৭ দিন বর্ধিত করা হয়েছে। মেলার শেষ দিনে স্টলগুলোতে অংশগ্রহণকারী নার্সারী মালিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান মৌখিকভাবে এই ৭ দিন মেয়াদ বর্ধিত করেন।

মেহেরপুর বন কর্মকর্তা জাফর উল্ল্যাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বৃক্ষ মেলায় অংশ নেওয়া স্টল মালিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আগামী ৭ দিন মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন জেলা প্রশাসক।

বৃক্ষ মেলাটি গত ২৮ জুলাই জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপনি হওয়ার কথা ছিল। বৃক্ষ মেলার মেয়াদ বর্ধিত করায় আগামী ১০ আগষ্ট শেষ হবে।

মেহেরপুরে দুই বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল কেড়ে নিল কলেজ ছাত্রের প্রাণ

দুই মোটরসাইকেলের বেপরোয়া গতি কেড়ে নিলো কলেজ ছাত্র ইমন হোসেনের (২০) জীবন। এঘটনায় জুল হোসেন (২২) ও মিঠু (২২) নামের আরো দুই যুবক আহত হয়েছেন। আহতদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহত ইমন গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দাপাড়া এলাকার ইসলাম আলীর ছেলে সে মেহেরপুর পৌর কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র। আহতরা হলেন, গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দাপাড়া এলাকার ইয়াসিন আলীর ছেলে জুল হোসেন (২২) ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের মতলেব হোসেনের ছেলে শিলন (১৭)।

আহত শিলন কুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী। বুধবার বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় গাঁড়াবাড়িয়া-কাথুলি সড়কের জালালের পাকড়তলা নামক স্থানে বিপরীত থেকে আসা দ্রুতগামী দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেলের তিন আরোহী মারাত্বক আহত হয়।

আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নেন। পরে তাদের অবস্থার অবনতি হলে তিনজনকেই কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার সময় মিরপুরের মধ্যে মারা যায় ইমন।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে স্থানীয় কাথুলি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান

মিজানুর রহমান রানা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, খবর পাওয়া গেছে। পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।

গাংনী থানা পুলিশ ও গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসকদের মধ্যে উত্তেজনাকর খেলায় ট্রফি নিলেন থানা পুলিশ

পেশায় তারা চিকিৎসক ও বাংলাদেশ পুলিশ। উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ পেশার মানুষ তারা। ২৪ ঘন্টায় নিবীড় দায়ীত্ববোধ ও কর্তব্য পালন করাই যাদের পেশা। বিনোদন যেনো তাদের কাছে সোনার হরিণ।

যারা বিনোদন দিয়ে থাকেন তাদের নিরাপত্তা দেন পুলিশ। সেই বিনোদন যেনো বিষাদে পরিণত না হয় সে দায়ীত্বও পালন করেন উভয় পেশার মানুষ। বুধবার গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বিকালটাতে ছিল কানায় কানায় পূর্ণ দর্শক।

স্থানীয় একটি যুব সংগঠণের আয়োজনে দর্শক নন্দিত ফুটবল টূর্ণামেন্টে অংশ নেয় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্র বনাম গাংনী থানা পুলিশ। শুধু দায়ীত্ব আর কর্তব্য নয়, এবার তারাও মাঠে নেমে হাজারো দর্শক মাতালেন চিকিৎসক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা।

তার মাঠ কাপালেন ৯০ মিনিট সময় ধরে। চিকিৎসক ও পুলিশের এই ফ্রেন্ডশীপ টূর্ণামেন্টের উত্তেজনায় মেতেছিলেন এলাকার হাজারও দর্শক। মাঠে ছিল দর্শকদের উচ্ছাসিত করতালি আর মূহূর্মহু শ্লোগান। খেলার প্রথমার্ধে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষে একটি গোল করে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নুর ও চিকিৎসকের পক্ষে একটি গোল করেন গাংনী হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার মারুফ। খেলাটি ১-১ গোলে খেলাটি ড্র হলে পরে ট্রাইব্রেকারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন খেলার রেফরি।

ট্রাইব্রেকারে গাংনী হাসপাতাল একাদশকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে ট্রফি জিতে নেন গাংনী থানা পুলিশ একাদশ। খেলায় গাংনী থানা পুলিশ একাদশের রক্ষনভাগের খেলোয়াড় উপপরিদর্শক (এসআই) নুর ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে বক্তব্য রাখেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুলসহ অন্যান্যরা। খেলা শেষে বিজয়ী ট্রফি গ্রহণ গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক।

চুয়াডাঙ্গায় বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষরোপন সমাপনী ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

“বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গায় সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষমেলার সমাপনী ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদে বুধবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাজিয়া আফরিন এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বলেন, জেলা প্রশাসন ও সামাজিক বনবিভাগের যৌথ উদ্যোগে এবারের বৃক্ষমেলায় সকলের অংশগ্রহণ সত্যি প্রশংসনীয়। এবারের মেলায় ছাত্রছাত্রী, মহিলা, শিশু এবং সকলের অংশগ্রহণ মেলা সফল ও স্বার্থকতায় পরিপূর্ণতায় রুপ দিয়েছে।

দীর্ঘ করোনাকালীন প্রায় ৩ বছর বৃক্ষমেলা বন্ধ থাকায় এবারের মেলায় পর্যাপ্ত চারা বিক্রি হয়েছে। মেলা সফল ও স্বার্থকতায় রুপ দেওয়ায় তিনি বনবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা

জ্ঞাপন করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাজিয়া আফরিন বলেন, বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ” এ শ্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষ মেলা আজকে সম্পন্ন হয়েছে।

মেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলে সহযোগিতা করায় সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া সহ চুয়াডাঙ্গা সামাজিক বনবিভাগের কর্মকর্তা বৃন্দ ও উক্ত মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্থান থেকে আগত নার্সারির মালিকবৃন্দ। উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠানে সকল স্টল মালিকদের হাতে ক্রেষ্ট পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরের সেই কল্লোলই বাংলাদেশের খ্যাতিমান বিজ্ঞান লেখক

মেহেরপুর শহরের সেই কল্লোলই আজকের খ্যাতিমান বিজ্ঞান লেখক ও সুবক্তা। খ্যাতিমান এই বিজ্ঞান লেখক শুধু এলাকার নয়, তাকে নিয়ে গর্ব করে পুরো বাংলাদেশ। শৈশব ও কৈশরে এম এ ওহাব কল্লোল ছিলেন মেহেরপুর শহরের শান্ত ও নম্র স্বভাবের একটি ছেলে। তাই তাকে সবাই আদর করতো।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর শহর মেহেরপুরের আলো বাতাসেই বেড়ে ওঠেন তিনি। স্থানীয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেনীতে উন্নীত হয়ে ভর্তি হন মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে এসএসসি এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে এইচ.এসসি পাশ করেন।

পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সে এম.এসসি শেষ করেন এই কির্তিমান। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে কর্মজীবন শুরু করেন সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরিচালক পদ থেকে অবসর নিয়ে ঢাকাতেই অবস্থান করছেন।

এম এ ওহাব কল্লোল তার কর্মময় জীবনে ব্যাস্ততম সময় পার করলেও বিজ্ঞান বিষয়ে লেখালেখি করেছেন বেশ কিছু বই। তিনি লিখেছেন ইলেকট্রনিক্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন এবং বায়োমেডিকেলের ওপর ৪টি টেক্সট বুক।

শিশুদের জন্য লিখেছেন বিজ্ঞানভিত্তিক ৪টি বই, এগুলো হচ্ছে-‘রোবোটের রাজ্যে’, ‘কী আছে মঙ্গলগ্রহে’, ‘সময় ও ঘড়ি’ এবং ‘বিজ্ঞানীদের ছেলেবেলা’। অফিসের কর্মব্যস্ততা থাকলেও বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞান, পরিবেশ, বায়োমেডিক্যাল ও অন্যান্য বিষয়ে তিনশো’র বেশি লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

তার লেখাগুলো শুরুই হয়েছে বিজ্ঞান বিষয়ে নিয়ে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক তিনি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তার লেখালেখির মধ্য দিয়ে। এম এ ওহাব দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের সাথে জড়িত। এম এ ওহাব ও বাংলাদেশ বেতার অঙ্গাঅঙ্গি জড়িত। ২০০৮ সাল থেকে তিনি বেতারের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পান্ডুলিপি রচনা করেছেন।

শুধু রচনা করেননি, সেগুলো পাঠ করে আসছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা উৎসব নিয়ে তার লেখা প্রতি মঙ্গলবার সকাল ৮◌ঃ৩০-এ বেতারের ম্যাগাজিন দর্পণে প্রচার হয়। একই সময় শনিবার ‘ধরিত্রী কথা’ নামে বিজ্ঞানের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ও বিজ্ঞান নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও বেতারের অন্যান্য অনুষ্ঠানেও তার অংশগ্রহণ রয়েছে। বিটিভিতেও মহাবিশ্বের পথে পথে অনুষ্ঠানে তিনি। বাংলাদেশ বেতারের আলোচনায় মহাকাশ ও বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন তিনি। শিশুদের জন্য বিজ্ঞানের ওপর বই প্রকাশ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

কর্মজীবনে ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ভ্রমণ করেছেন। ঢাকাতে বসবাস করলেও মেহেরপুর ও এ অঞ্চলের মানুষের জন্য তার অগাদ ভালোবাসা রয়েছে।

সুযোগ পেলেই ছুটে যান সেই শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিবিজরিত মেহেরপুরে।

দর্শনা সীমান্তে ৮০ হাজার ইউএস ডলার উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার ফুলবাড়ী সীমান্ত এলাকা থেকে ৮০ হাজার ইউএস ডলার উদ্ধার করা হলেও কাউকে আটক করতে পারেনি ৬ বিজিবি।

করোনা মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স কমে যায়। এতে দেশে ডলারের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। রপ্তানি আয় বাড়লেও ডলারের সংকট মিটছে না। ফলে প্রতিনিয়ত বেড়েছে ডলারের দাম। এ জন্য রিজার্ভ থেকে ডলার ছেড়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এরপরও কিছুতেই বাগে আসছে না ডলারের তেজিভাব।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি সদর দপ্তরে বুধবার বিকেলে প্রেস ব্রিফিংয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল শাহ মোহাম্মদ ইশতিয়াক জানান, ফুলবাড়ী সীমান্ত এলাকা দিয়ে মালামাল পাচার করা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় বিজিবি।

পাচারের সময় সীমান্ত পিলার ৮৫ হতে ৩০০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তিকে একটি ব্যাগ বহন করে নিয়ে যেতে দেখে তাকে টহল দল চ্যালেঞ্জ করে। এ সময় সে ব্যাগটি দূরে ছুড়ে ফেলে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির পরিচালক জানান, ব্যাগটি জব্দ করে কাগজে মোড়ানো ৮টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। প্রতিটি প্যাকেট থেকে ১০০ ইউএস ডলারের ১০০টি নোট পাওয়া যায়। এই হিসাবে মোট ৮০ হাজার ইউএস ডলার উদ্ধার করা হয়। তিনি আরও জানান, ইউএস ডলারগুলো ভারতে পাচার করা হচ্ছিল।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির জানান ৮০ হাজার ইউ এস উদ্ধারের ঘটনায় কোন চোরাচালানীকে আটক করতে পারেনী,তবে মালামাল ট্রেজারি অফিসে জমার প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে।